বিএনপির প্যাঁচ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার

চিররঞ্জন সরকার

আমাদের রাজনীতি বর্তমানে পুরোপুরিই দুষ্টবুদ্ধি ও প্যাঁচের শিকার হয়ে পড়েছে। দেশের মানুষতো প্যাঁচে পড়েছেই, এমনকি বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল, গণতন্ত্র ও সংবিধান পর্যন্ত প্যাঁচে পড়েছে। প্রথমেই প্যাঁচ নিয়ে কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা সেরে নেয়া যাক। প্যাঁচ যে কি জিনিস, যিনি কখনও না কখনও প্যাঁচে পড়েছেন তিনি বিলক্ষণ জানেন। জীবনে কখনও কোনো প্যাঁচে পড়েননি, অথবা কখনও প্যাঁচ কষেননি এমন ব্যক্তি আমাদের সমাজে খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। দিন যত যাচ্ছে মানুষ যেন তত বেশি প্যাঁচালো হচ্ছে। প্যাঁচ ছাড়া মানুষ আর মাথা ছাড়া জ্যান্ত মাছ উভয়ই বিরল। প্যাঁচ সম্বন্ধে আমাদের সবারই কমবেশি ধারণা আছে।

কবি অজিত দত্ত তার 'নইলে' নামক এক বিখ্যাত কবিতায় লিখেছিলেন, 'প্যাঁচ কিছু জানা আছে কুস্তির?/ঝুলে কি থাকতে পারো সুস্থির?/...দাঁত আছে মজবুত সব বেশ?/পাথর চিবিয়ে আছে অভ্যাস?/নইলে/রইলে/ভাত না খেয়ে/চালে ও কাঁকরে আধাআধি থাকে হে।'

কবি কুস্তির প্যাঁচের কথা বলেছেন। কিন্তু সে তো খুবই মোটা দাগের ব্যাপার। আসল প্যাঁচ হলো বুদ্ধির, সে অনেক সূক্ষ্ম ব্যাপার। মানুষ কেন প্যাঁচ কষে, কেন সহজ-সরল না হয়ে প্যাঁচালো হয় সে এক অপার রহস্য। সে রহস্য ভেদ করা দুঃসাধ্য নয়, অসাধ্যও বটে। তবু কিছু কিছু মানুষ মনের আনন্দে প্যাঁচ কষে যায়। এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, তাদের বুদ্ধি এতই প্যাঁচালো যে বলা হয়, তাদের মগজের মধ্যে পেরেক ঢুকিয়ে দিলে সেটা স্ক্রু হয়ে বেরিয়ে আসবে এবং তখন সেই স্ক্রু দিয়ে তিনি যাকে ইচ্ছে, যত ইচ্ছে টাইট দিতে পারবেন। তবে সবাই যে টাইট দেয়ার জন্য প্যাঁচ কষে তা নয়, অনেকে বিনা কারণেও প্যাঁচ কষে। নানা জনকে নানাভাবে জব্দ করে। সরল মনে কাউকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাই আপনার ঘড়িতে এখন ক'টা বাজে? ঘড়িওয়ালা এর যা উত্তর দিলেন তা অভাবনীয়। তিনি উল্টো প্রশ্ন করলেন, আপনার ক'টা চাই!

প্যাঁচালো বুদ্ধি যে শুধু বড়দেরই থাকে তা নয়। অল্পবয়সীদের মধ্যেও এর অভাব নেই।

স্কুলের ক্লাসে টিচার ছেলেদের বাসা থেকে রচনা লিখে আনতে বলেছিলেন। মোটামুটি তিন পৃষ্ঠার মধ্যে রচনা লিখতে হবে, বিষয় 'আলস্য'। নির্দিষ্ট দিনে অন্য ছাত্ররা ক্লাসে এসে তাদের রচনার খাতা জমা দিল। প্রত্যেকেই যে যেমন পারে তিন পৃষ্ঠার মতো করে রচনা লিখেছে। শুধু একটি ছেলে ব্যতিক্রম।

তার রচনার খাতার প্রথম পৃষ্ঠার মাথায় লেখা আছে 'আলস্য।' তারপর পরপর তিন পৃষ্ঠা সাদা। তৃতীয় পৃষ্ঠার নিচে বড় বড় অক্ষরে লেখা– 'এর নাম আলস্য।'

অবশ্য এর চেয়েও প্যাঁচালো বুদ্ধি ছিল সেই ছেলেটির যাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তুমি সাঁতার কাটতে পারো? সে বলেছিল, সময়-সময়।

এ অবাক উত্তর শুনে ফের প্রশ্ন, সময়-সময় মানে?

ছেলেটির নির্বিকার উত্তর, ধরুন যখন যখন পানিতে নামি তখন।

আমরা বর্তমানে অবশ্য দোকানদার কিংবা শিশুর প্যাঁচ নয়, রাজনীতিবিদদের রাজনীতির প্যাঁচে জর্জরিত। বিএনপি প্যাঁচ কষছে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে, আওয়ামী লীগ প্যাঁচ কষছে বিএনপির বিরুদ্ধে। বিএনপি-জামায়াত জোট আগামী নির্বাচনে জেতার জন্য, যেকোনো মূল্যে ক্ষমতায় থাকার জন্য বিচিত্রসব প্যাঁচ কষছে। পক্ষান্তরে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলের জোট প্রতিপক্ষের এই প্যাঁচের বিরুদ্ধে অবিরাম প্যাঁচ কষে যাচ্ছে।

ফলে ক্রমেই সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। সব প্যাঁচ খুলে যাবতীয় সমস্যা সমাধানের অসীম ক্ষমতা নিয়ে যিনি বসে আছেন সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও মহামান্য রাষ্ট্রপতি স্বয়ং দলের হয়ে প্যাঁচ খেলছেন, ঘোঁট পাকাচ্ছেন। বিএনপি-আওয়ামী লীগ-তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্যাঁচে পড়ে আমাদের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান অন্ধকারে হারিয়ে যেতে বসেছে। কিন্তু তারপরও কারও হুঁশ আসছে বলে মনে হয় না। সবাই নতুন উদ্যমে নতুন নতুন প্যাঁচ কষে যাচ্ছে!

* * * * *

এমনিতেই আমাদের দেশের রাজনীতি, এমনকি সাংস্কৃতিক বিশ্বাস পর্যন্ত এতটাই রাজনৈতিকভাবে বিভাজিত যে, একটি নিরপেক্ষ সরকারি বা বেসরকারি সংগঠন, সংস্থা বা ব্যক্তিকে খুঁজে বের করা মুশকিল। সেখানে প্রতি পাঁচ বছর পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ১১জন নিরপেক্ষ উপদেষ্টা খুঁজে বের করা আরো কঠিন। তারপরও একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল। গত ১৫ বছরে তিনটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব পালনে মোটামুটি সফলও হয়েছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থাটিও শেষপর্যন্ত আর ভালো থাকতে দেয়া হয়নি। দুষ্টবুদ্ধির প্যাঁচে ফেলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষতার মূলে কুঠারাঘাত করেছে সদ্য বিদায় নেয়া বিএনপি-জামাত জোট সরকার। তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেন নিরপেক্ষ না থাকে–এজন্য তারা প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে গেছে, নানা ফিঁকির এঁটেছে।

পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে চার দলীয় জোট শুধু তাদের বর্তমান ক্ষমতার মেয়াদকে নিষ্কণ্টক করার চেষ্টাই চালায়নি, একই সঙ্গে তারা পরিকল্পনা এঁটেছে কিভাবে ভবিষ্যতে ক্ষমতায় যাওয়া যায়, ক্ষমতাকে ধরে রাখা যায়। এজন্য তারা যা যা করার সবই করেছে। জনপ্রশাসনকে পুরোপুরি দলীয়করণ ও আজ্ঞাবাহীতে পরিণত করেছে। অনুগত ব্যক্তিদের একের পর এক প্রমোশন দিয়ে শীর্ষে নিয়ে আসা, অপছন্দের ব্যক্তিদের বাধ্যতামূলকভাবে অবসরে পাঠানো, প্রমোশন না দেয়া, গুরুত্বহীন পদে বসিয়ে রাখা, ওএসডি করা অথবা চাপের মধ্যে রাখার কাজটি অত্যন্ত সচেতনভাবে করা হয়েছে। পুরো প্রশাসন যন্ত্রকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যেন পছন্দের ও অনুগত ব্যক্তিরা আরো কয়েক বছর দাপট দেখিয়ে চলতে পারে। পাঁচ বছর ধরে রাষ্ট্রীয় সকল গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ-বদলি-পদন্নোতি দেয়া হয়েছে রাজনৈতিক বিবেচনায়। অনেক ক্ষেত্রে খুঁজে খুঁজে দলের পরীক্ষিত ও বিশ্বস্ত ক্যাডারদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে, যেন তারা ভবিষ্যতে দলের স্বার্থে ভূমিকা রাখতে পারে। পুলিশ প্রশাসন, নির্বাচন কমিশনসহ গুরুত্বপূর্ণ সব সেক্টরেই জোট সরকারের অনুগত ব্যক্তিরা এখন জাঁকিয়ে বসে আছে।

এমনকি সাংবিধানিক পদগুলোতেও দলবাজ ব্যক্তিদেরই বসানো হয়েছে। অনুগত ব্যক্তিকে পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান বানানোর জন্য সংবিধান সংশোধন করে বিচারপতির অবসর গ্রহণের বয়স বাড়ানো হয়েছে। উল্লেখ্য, সংবিধান অনুযায়ী, সর্বশেষ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে যিনি অবসর গ্রহণ করবেন, তারই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার বিধান রয়েছে। বিএনপি-জামায়াতের নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট তাদের অনুগত কেএম হাসানকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান বানানোর দূরভিসন্ধি থেকেই সংবিধান সংশোধন করেছে বলে আওয়ামী লীগ অভিযোগ করেছে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার থেকে শুরু করে নির্বাচন কমিশনের সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রেও দলীয় বিবেচনাকেই প্রধান্য দেয়া হয়েছে। সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও অবাধ নির্বাচনের মূল দায়িত্ব যাদের ওপর ন্যস্ত, এই নির্বাচন কমিশনের কর্তাব্যক্তিরা নিয়োগ পেয়ে যা বলেছেন এবং যা করেছেন, তাতে মনে হয়েছে এই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটির বারোটা বাজানোর দায়িত্বই তাদের দেয়া হয়েছে। তারা এই মিশন নিয়েই আজ করছেন। তাদের কর্মকাণ্ড সকল মহলের দ্বারা সমালোচিত ও নিন্দিত হলেও চারদলীয় জোটের নেতাত্রীরা তাদের গণবিরোধী ভূমিকাকেই সমর্থন যুগিয়ে গেছেন। ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাটাই বিতর্কিত হয়ে পড়েছে। বিএনপি-জামাত জোট তাদের পছন্দের দলীয় রাষ্ট্রপতির ওপর সব দায়-দায়িত্ব অর্পণের পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করে ক্ষমতা থেকে সরে গেছে। পাশাপাশি দেশকে ঠেলে দিয়েছে চরম অনিশ্চয়তা আর সঙ্কটের মুখে। বিএনপি-জামায়াতের নেতৃত্বাধীন জোট এমন ব্যবস্থা করে রেখেছে, যেন 'নির্দলীয় নিরপেক্ষ' তত্ত্বাবধায়ক সরকারও দলীয় প্রভাব বলয় থেকে বের হতে না পারে। দলীয় রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ড. ইয়াজ উদ্দিন আহম্মদ একইসঙ্গে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্বও গ্রহণ করেছেন। তিনি সহযোগী হিসেবে দশজন উপদেষ্টা নিয়োগ দিয়েছেন ঠিকই; কিন্তু তাদের ভূমিকা ঠুঁটো-জগন্নাথের। স্বরাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা, সংস্থাপনসহ সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিজের হাতে রেখে তিনি বর্তমানে এক মহাক্ষমতাধর 'নিরপেক্ষ' জাতীয়তাবাদী অবতারে পরিণত হয়েছেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে তাই জোট সরকারের আরেকটি আজব সংস্করণ হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। বিএনপি-জামায়াত সমর্থকের বাইরে প্রশাসনে নিরপেক্ষ কোনো ব্যক্তিকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সবাই বলছেন, সুষ্ঠু নির্বাচন করতে হলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এমএ আজিজসহ বর্তমান নির্বাচন কমিশনের কর্তা ব্যক্তিদের অবশ্যই সরাতে হবে। নির্বাচন কমিশনের খোলনলচে বদলে ফেলতে হবে। বর্তমান নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে যে অবিশ্বাস্য ও বিতর্কিত ভোটার তালিকা করা হয়েছে তা সংশোধন করতে হবে। ভোটার তালিকা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তো আছেই, আরো আছে নির্বাচন কমিশন প্রশাসনে বিএনপি-জামায়াতের অসংখ্য ক্যাডার নিয়োগের অভিযোগ। দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ পাওয়া এই সব বিতর্কিত ব্যক্তিদের নির্বাচন কমিশন প্রশাসন থেকে না সরালে নির্বাচন সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য হবে না। নির্বাচন কমিশনকে ঢেলে সাজানোর যৌক্তিকতা সবাই স্বীকার করছেন। এব্যাপারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা তো বটেই, এমনকি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টারা পর্যন্ত একমত পোষণ করেছেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে এ মনোভাবের কথা এমএ আজিজকে জানিয়েও দেয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি পদ না ছাড়ার ব্যাপারে গোঁ ধরে বসে আছেন। তাকে সমর্থন ও ইন্ধন যুগিয়ে যাচ্ছে বিএনপির নেতৃত্বাধীন ৪ দলীয় জোট। তারা প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে পদত্যাগের জন্য চাপ প্রয়োগ করা হলে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলবে বলেও ঘোষণা দিয়েছে। আর এমএ আজিজকে সরানো না হলে ১৪ দল যে নির্বাচনে যাবে না এ ঘোষণা তো অনেক পুরনো। নির্বাচন কমিশন ইস্যুতে রাজনৈতিক বিভেদ বর্তমানে চরম আকার ধারন করেছে। বস্তুত নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে এই লড়াই এখন দুই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মর্যাদার লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে।

দেশের এই পরিস্থিতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার মোটেও যোগ্য ভূমিকা পালন করছে না। বিএনপি-জামায়াত মনোনীত দলীয় রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ড. ইয়াজ উদ্দিন আহম্মদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হওয়ায় এমনিতেই আস্থার সংকট রয়েছে। দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি বিএনপি-জামায়াতের সিদ্ধান্তের বাইরে না গিয়ে তিনি আরো বেশি বিতর্কিত হয়েছেন। এখন চাইলেও তিনি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন বলে মনে হয় না। সত্যিই তিনি যদি একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও মোটামুটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, সেক্ষেত্রে ৪ দলীয় জোট কি তা হতে দেবে? মেনে নেবে? তারা কি লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে ফেলবে না? নিজেদের ছক অনুযায়ী নির্বাচন করা এবং সে নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্যই ৪ দলীয় জোট গত পাঁচ বছর ধরে জনমত, নিয়মনীতি, সমালোচনা এমনকি সংবিধানকে পর্যন্ত অগ্রাহ্য করে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে রাষ্ট্রপতি, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন, প্রশাসনসহ সবকিছু সাজিয়েছে। এখন বিরোধী দলের দাবির মুখে সেই 'সাজানো বাগান' নিজেদের অনুগত ব্যক্তির হাতেই তছনছ হলে তা তারা নিশ্চয়ই মেনে নেবে না। ওদিকে বিরোধী দল যে সুবোধ বালকের মতো ৪ দলীয় জোটের এই 'নীল নকশা' বাস্তবায়ন হতে দেবে এমনটি মনে করারও কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। জোটের সাজানো ছকে নির্বাচনে অংশ নিয়ে ১৪ দল যে নিশ্চিত পরাজয়ের ঝুঁকি নেবে না একথা জোর দিয়েই বলা যায়। তাহলে সকল দলের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান কিভাবে সম্ভব? আর তা যদি না হয় তাহলে দেশের ভবিষ্যৎ কি? গণতন্ত্র কি তবে আবারো পরাস্ত হবে? সংবিধান বহির্ভূত শক্তিই কি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করবে?
আমাদের নেতাদের একাংশের মধ্যে নীতিবোধ নেই, নেই শুভবুদ্ধি বিবেক, দূরদর্শিতা। তারা একা সব কিছু, সব শস্য ভোগদখল করতে চায়। তা না পারলে বুনো ষাঁড় দিয়ে শস্য মাড়িয়ে নষ্ট করে দিতেও প্রস্তুত, তবু তা অন্যকে ভোগ করতে দেবে না। তাইতো তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন, এমনকি জনগণের রায় পর্যন্ত দখল করতে কোনো কোনো রাজনৈতিক দলকে তৎপর হতে দেখা যায়। যাকে বা যাদের দিয়ে জাতীয় স্বার্থ সিদ্ধি হবে তারা আপাতত সবাই ভিলেনের ভূমিকায়। দলের স্বার্থের কাছে তারা তাদের আত্মসম্মান-বিবেককে বন্ধক দিয়ে রেখেছে। জাতীয় স্বার্থ তাদের কাছে নিতান্তই বাহুল্য।
এখন প্রশ্ন হলো এই বিবেকহীন স্বার্থান্ধদের প্যাঁচে জর্জরিত হয়েই কি আমাদের অনন্তকাল বেঁচে থাকতে হবে?

লেখক : রম্য লেখক ও মানবাধিকার কর্মী
chiroranjan@gmail.com

প্রিয় সম্পাদক,
শুভেচ্ছা। আশাকরি ভালো আছেন। আমি মুক্তমনার একজন নিয়মিত পাঠক। আমার নিজেরও লেখালেখির অভ্যাস আছে। আমি প্রায় আট বছর দৈনিক সংবাদে সহকারী সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছি। সম্প্রতি আাইইডি নামে একটি বেসরকারি সংস্থায় যোগ দিয়েছি। তবে লেখালেখির এখনো চালিয়ে যাচ্ছি।
আমি আপনার ওখানে নিয়মিত লিখতে চাই। এব্যাপারে কোনো বিশেষ নির্দেশনা থাকলে এবং তা জানালে বাধিত হবো। একটি লেখা পাঠালাম। পছন্দ হলে ছাপতে পারেন।
অভিনন্দনসহ

চিররঞ্জন সরকার
ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইইডি)
বাড়ি ৫২, সড়ক ৮এ
ধানমণ্ডি, ঢাকা
chiroranjan@gmail.com